যুগান্তর

তারিখ 17 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসার উপবৃত্তির কোটি টাকা আত্মসাৎ

হালিম আজাদ

জোট সরকারের ৫ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির প্রকল্পের শত শত কোটি টাকা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ২০ থেকে ৩০ টাকা কম নিয়ে, হাজিরা খাতা পরিবর্তন করে, পুরনো খাতা গায়েব ও ভুয়া ছাত্র সাজিয়ে এমনকি ভুয়া স্কুল-মাদ্রাসা দেখিয়ে অবৈধ পন্থায় বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উপবৃত্তির টাকার দুর্নীতি নিয়ে জোট সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের কয়েকটি বৈঠকে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। এসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দেয়ার জন্য স্থায়ী কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিলেও মন্ত্রণালয় কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি' প্রকল্পের জন্য ৫ বছরে প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয় ৩ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। প্রতি বছর গড়ে ব্যয় ধরা হয় ৬০০ কোটি টাকা। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে প্রায় ৬০০ কোটির বেশি ব্যয় হয় ৫৯৬ কোটি টাকা, ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে প্রায় ৪৪৩ কোটি থেকে ব্যয় হয় ৪০৪ কোটি, ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে ৪৬৮ কোটি থেকে ব্যয় হয়েছে ৪৫০ কোটি, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে প্রায় ৬৫৪ কোটি থেকে ব্যয় হয় ৬১৭ কোটি টাকা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশ্বস্ত সূত্রমতে, সারাদেশের দু'শর বেশি স্কুল-মাদ্রাসায় এসব দুর্নীতি ঘটে। মন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রণালয়ে অনুপস্থিত থাকার কারণে এ ব্যাপারে খুব বেশি পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তবে ৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের যে ২০ টাকা করে কম দেয়া হয়েছিল, তাদের প্রাপ্য টাকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়।

সূত্রমতে, প্রতি বছরই উপবৃত্তির টাকা ব্যাপকহারে দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করার ঘটনা একটার পর একটা ধরা পড়েছে। বিভিন্ন জেলায় বৃত্তি প্রদানের জন্য গঠিত সুপারিশ কমিটি, স্কুল কমিটি ও স্কুলের অসাধু শিক্ষকরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার ঘটনাও ধরা পড়ে।

দুর্নীতির বিষয়গুলো একপর্যায়ে জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কয়েকটি বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকগুলোতে চট্টগ্রাম, বগুড়া, সিলেট, খুলনা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনাসহ ১৯ জেলার বেশ কিছু বিদ্যালয়ের দুর্নীতির বিষয় উত্থাপিত হয়। স্থায়ী কমিটির ৮ম, ২৯তম ও ৩০তম বৈঠকে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।